সমকাল

তারিখ 17 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা দিবসের স্বীকৃতি চাই

ফিরে দেখা | অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক; চেয়ারম্যান, আইএইচডি

আজ বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের ৫১ বছর পূর্তির দিন, যা 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে সমধিক পরিচিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন, রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় নিষেধাজ্ঞা, নজরুলের কবিতার বিকৃতি শিক্ষাবিদ সংস্কৃতিসেবীদের ক্ষুব্ধ করে। 'নজরুলের নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান' সংশোধন করে লেখা হয় 'সজীব করিব গোরস্থান'। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'– হয়ে যায় : 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি সারাদিন যেন আমি নেক হয়ে চলি।' এ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের গণজাগরণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত হয় বাঙালি অর্থনীতিবিদদের প্রণীত পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব'। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা কলেজ থেকে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত ইংরেজিকে বোঝা মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও এতে যুক্ত হয়। প্রথমে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি ক্লাস বর্জনের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের এক পর্যায়ে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম', 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে রূপান্তরিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এর যুগ্ম আহ্বায়ক হন ছাত্রলীগের আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম ও ছাত্র ইউনিয়নের কাজী ফারুক আহমেদ। নেতৃত্ব দেন ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি মতিয়া চৌধুরী, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ বাগমার।

এ বছর শিক্ষা দিবস এসেছে এমন সময়ে, যখন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ, বিএনপি আমলে বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বন্ধকৃত টাইম স্কেল ও এমপিও পুনরায় চালু, দুই হাজারের কাছাকাছি নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মেধা সহায়তা তহবিল গঠন ইত্যাদি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসা ভাড়া ১০০ থেকে ৫০০ টাকা করা ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করে সরকার তার বিবেচনায় 'ভালো কাজ করার' কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু যাদের তা দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের কতটুকু সন্তুষ্টি বিধান হয়েছে তা সরকারের যথোপযুক্ত বিবেচনায় এসেছে বলে মনে হয় না। এমপিওপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমাণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিও না দেওয়া যে কোনো ভালো পদক্ষেপ নয়, তা সরকারকে স্বীকার করে আশু পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, কিছু সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে সব আমলে একটি মহল এ অবাস্তব ধারণা পোষণ করে, শিক্ষকদের অসন্তুষ্ট রেখে, তাদের বঞ্চিত করে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। তাদের কাছে শিক্ষার উন্নয়ন বলতে হয়তো দালানকোঠার উন্নয়ন বোঝায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি স্থাপন ও তার উন্নয়ন নয়। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা সরকারিকরণ না করে সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সমন্বিত করে জাতীয়করণের কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়া যে কতটা জরুরি ও বাস্তবসম্মত তা সরকারের উপলব্ধিতে এখন পর্যন্ত আসেনি।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ৯০ শতাংশের বেশি বেসরকারি স্কুল, কলেজ দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার যে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে তার অবসান হওয়া দরকার। প্রয়াত অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ বলতেন, বাংলাদেশে বিরাজমান প্রেক্ষিতে দু'ধরনের সরকার দরকার। একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি শিক্ষকদের জন্য। আরেকটি চিরবঞ্চিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি নয়) ও বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য। আসলে দুটি নয়– একটি সরকারই দরকার, যা গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠকে, নীরব বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে। সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বাস তবে পরিবর্তনের গতি বেগবান করা দরকার।

একই সঙ্গে শিক্ষা দিবসের স্বীকৃতিও জরুরি হয়ে পড়েছে। ৫১ বছর আগে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। শিক্ষা দিবসে বিশেষভাবে মনে পড়ে আন্দোলনে স্কুলছাত্র বাবুল, বাস কন্ডাক্টর মোস্তফা ও গৃহকর্মী ওয়াজিউল্লাহর আত্মোৎসর্গের কথা। যে কয়টি মোটা দাগের ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন। এর মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টিকারী অন্য দিনগুলো এখনও প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা দিবসের আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধি এবং সুধীজনের পক্ষ থেকে দিনটির সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানানো হচ্ছে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত একজন হিসেবে আমি তা সমর্থন করি।

ihdbd@yahoo.com